[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সেই রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে ঐ রোগী করোনা নেগেটিভ।

মেপ্র/এমএফআর

বিয়ের দাবিতে গাংনীতে কিশোরীর অবস্থান

বিয়ের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়া এলাকায় দশম শ্রেনীতে পড়ুয়া এক কিশোরী অবস্থান করছে।

এর আগেও সে ঐ বাড়িতে একই দাবিতে অবস্থান নেয়। সে সময় কিশোর আল নুরের বাবা সিরাজুল ইসলামসহ তার পরিবারের লোকজন কিশোরীসহ তার অভিভাবককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং হুমকি দেয়।

পরে কিশোরীকে তার অভিভাবকরা বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তবে কিশোরী দাবি করে ঐ ছেলে আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তিনবার শারীরিক সম্পর্ক করে। এখন সে যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে আত্মহত্যা করব।

পরে উভয় অভিভাবক তারনদাবি মেনে নিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

বুধবার (০১-০৪-২০২০) ইং তারিখ সন্ধ্যা বেলায় আবারও সেই কিশোরী বিয়ের দাবিতে ঐ বাড়িতে অবস্থান করে এবং বলে হয় বিয়ে করকে হবে নাহলে আমার লাশ যাবে বাড়িতে।

এদিকে কিশোর প্রেমিক আল নুরের বাবা সিরাজ মেয়ের দাবি মানতে নারাজ। তিনি বলেন দুজনের বিয়ের বয়স না হওয়াই ঐ মেয়ে আত্মহত্যা করলেও তার দাবি মানা সম্ভব নয়।

এদিকে ঐ কিশোরীর দাবি সে আমাকে বিয়ে করবে বলে এখানে আসতে বলেছে তাই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব না।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি গ্রাম লকডাউন ঘোষনা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানীয় গাড়াডোব গ্রামের একজন রোগী ঠান্ডা, জ¦র,কাশি নিয়ে ভর্তি হওয়ায় করোনা সন্দেহে হাসপাতাল ছেড়েছে অন্যান্য রোগীরা।

গত মঙ্গলবার রাতে তাকে ক্যাবিনে রাখা হলেও বুধবার দুপুরে তাকে আইসোলেশন ইউনিটে রেখে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকাতে পাঠানো হয়েছে। একই সাথে গাড়াডোব গ্রামটিকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের মধ্য বয়সী একজন ঠান্ডা,জ¦র,কাশি নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। প্রাথমিক অবস্থায় ওই রোগী করোনায় আক্রান্ত সন্দেহ হওয়ায় ওয়ার্ডের ভর্তিকৃত অন্যান্য রোগীরা স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছেড়ে চলে যান।

সেবিকারাও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে রোগীর কাছে যেতে চান না। বুধবার দুপুরে ওই রোগীর অবস্থা দেখে আইসোলেশন ইউনিটে রাখা হয় ও নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়। সেই সাথে মেহেরপুর সিভিল সার্জনের অনুরোধে গাড়াডোব গ্রামটিকে লকডাউন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর জেলায় ৪৭০ জন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। এদের মধ্যে ২৪৪ জনকে ছাড়পত্র দিয়ে পরিবারে পাঠানো হয়। বাকীদেরও মেয়াদ শেষ করে ছাড়পত্র দেয়া হবে। তবে আশার বিষয় মেহেরপুরে এপর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় একজনও করোনা পজেটিভ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন সিভিল সার্জন অফিস।

প্রতিবেশীরা জানান, ভর্তিকৃত ব্যক্তি বেশ কিছুদিন জ¦র ও অ্যাজমা রোগে ভুগছিলেন। গত তিন দিন আগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাড়ি আসেন। মঙ্গলবার রাতে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। কেউ জানেনা তার কি হয়েছে। বুধবার প্রশাসনের লোকজন এসে লকডাউন দেয়ার পর সকলেই

আতংকিত হয়ে পড়ে।

স্থাানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, আক্রান্ত ব্যক্তি মেহেরপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করতেন। তিনি এলাকার মানুষের সাথে কম মেলামেশা করতেন। তার কোন আত্মীয় বিদেশ ফেরত নন আবার তিনিও কোথাও যান নি। তবে দীর্ঘদিন তিনি অ্যাজমা রোগে ভুগছিলেন এবং মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। যদি সে করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে সদর উপজেলার অনেকেই আক্রান্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) সাদিয়া সুলতানা জানান, অসুস্থ রোগীটি করোনায় আক্রান্ত কি না এখনও নিশ্চিত নয়। তার পরও তাকে আইসোলেশনে রেখে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেই সাথে সিভিল সার্জনের অনুরোধে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন গ্রামটিকে লকডাউন ঘোষণা দেন। তিনি আরো জানান, এটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ তাই সকলেরই ভয় পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগীদেরকে বোঝানোর পরও তারা হাসপাতাল ছেড়েছে। নতুন কোন রোগী আসেনি। তবে সকলকে আঙ্কঙ্কিত না হবার অনুরোধ জানান তিনি।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে উমর আলী (৪৮) নামের এক দিন মজুরকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত দশটার দিকে তুচ্ছ ঘটনায় কেন্দ্র করে গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ও তার লোকজন তার উপর হামলা করে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী পারভিনা খাতুন (৪২) গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহতের স্বজনরা জানান, গমের নাড়া কাটা নিয়ে উমর আলীর সাথে একই গ্রামের বুলু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামের বিরোধ বাধে। এ নিয়ে রাতে জাহিদুল ইসলাম লোকজন নিয়ে উপর আলীর উপর ধারালো অস্ত্র

নিয়ে আক্রমণ করে। তাকে ঠেকাতে এগিয়ে যার স্ত্রী। তারা স্বামী স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা উমর আলীকে মৃত ঘোষণা করেন। আশংকাজনক অবস্থায় নিহতের স্ত্রীকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন চিকিৎসক।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হামলার সাথে জড়িতের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

পকেট খরচের টাকা বাঁচিয়ে কর্মহীণদের পাশে গাংনীর ছাত্রলীগ

সারাদেশে ছাত্রলীগ যখন নানা বির্তকে ঠিক তখনী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ব্যত্রিকমী এক উদ্দ্যোগে সুনাম অর্জন করলেন গাংনীর ছাত্রলীগ। করোনার কারনে কর্মহীন অসহায় মানুষের পাশে দারালেন নিজেদের পকেট খরচের টাকা দিয়ে। নিজেদের অর্থদিয়ে মানুষের পাশে দারিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় অনেকে বাহবা দিয়েছেন গাংনী পৌর ছাত্রলীগকে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী কাথূলী মোড়ে আনুষ্ঠানিক প্রধান অতিথি হিসেবে থেকে এ খাদ্য দ্রব্য বিতরন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

অনুষ্ঠানে গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি উদ্দ্যোক্তা ইমরান হাবিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, এসময় সহযোগিতা করেন গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ বিভিন্ন ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এম এ খালেক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনায় আমরা গাংনী উপজেলা দুই হাজার পরিবারের খাদ্যের দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু তার আগেই আমাদের অঙ্গ সংগঠন গাংনী পৌরছাত্রলীগের আয়োজনে এ খাদ্য দ্রব্য বিতরন আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগের সেই অতীত ইতিহাসকে। অতীতে ছাত্রলীগ বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে দারিয়েছে। আবারো আমরা গাংনীতে সেই গৌরবউজ্জল ছাত্রলীগ পেয়েছি। আমি গাংনী পৌর ছাত্রলীগকে কথা দিচ্ছি তারা যে ধরনের সহযোগিতা আমার কাছে চাইবে আমি তাদের সেই ধরনের সহযোগিতা দেব। তাছাড়াও পৌরছাত্রলীগের এমন কর্মকান্ড আগামীতে তাদের আরো ভালো নেতৃত্বে পেতে সহযোগিতা করা হবে।

এসময় পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিব বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিদের্শনায় মোতাবেক আমরা নিজেদের পকেট খরচের টাকা বাচিয়ে পৌর এলাকার ২র্শ কর্মহীণ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যানের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের উদ্যোগে হত দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে তিনি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে অসহায় হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

দেশে করোনা বিস্তার রোধে বিভিন্ন পেশার মানুষের কাজ বন্ধ থাকায় তাদের পরিবারগুলো বিপাকে পড়ার কারণে এ খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয় বলে জানান চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

তিনি বলেন দেশে যখন থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে তখন থেকেই খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে। যতদিন দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি না ফিরে আসবে ততদিন এ খাদ্য সহায়তা চলমান থাকবে বলে তিনি জানান।

সাথে সাথে তিনি করোনা বিস্তার প্রতিরোধে সকলকে সামাজিক দুরত্ব মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন দেশে যারা দরিদ্র শ্রেনীর মানুষ আছেন তাদের দ্বায়িত্ব সরকার নিয়েছেন তাদেরকে সরকার ঘরে খাবার পৌছে দিবেন।

এজন্য কাউকে বিচলিত না হয়ে সামাজিক দুরত্ব মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে গাড়াবাড়ীয়া ছাত্র উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে গাড়াবাড়ীয়া ছাত্র উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকালে সাজ্জাদ হোসেন পলাশের তত্ত্বাবধানে ১’শ পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণ দেওয়া হয়।

সেই সাথে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে নিরাপদে থাকার আহ্বান জানানো হয়।

বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন আবু হানিফ, গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ, ছাত্র উন্নয়ন সংঘের সকল সদস্য, দিপু, লিখন, জুলহোসেন, রাহিনুল, রবিউল, হামিদুল, বুলবুল, পল্লব, লিখন, মুবিন, তরিকুল, বাকা, আঃ রহিম, তাজিরুল, সুরজ, মিলন, আকাশ প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করায় ভাই ও চাচাকে জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামে উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় মেয়ের মামাতো ভাই ও মেয়ের আপন চাচাকে দা ও ইট দিয়ে আঘাত করে মারাত্মক জখম করে। আহত মেয়ের চাচা ঐ গ্রামের ফজলু বিশ্বাসের ছেলে কৃষক শরিফুল ইসলাম ও মামাতো ভাই মুন্নাফের ছেলে রাজন। আহত রাজন হেমায়েতপুর বাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী।

আহত সুত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে নবম শ্রেনী পড়ুয়া ছাত্রীকে স্কুল যাওয়ার পথে উত্যক্ত করে আসে একই গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে লেগুনা চালক জাকিরুল ইসলাম। উত্যক্ত না করতে এর আগেও মেয়ে পরিবার একাধিকবার নিষেধ করা সত্বেও সে নিষেধ অমান্য করে উত্যক্ত করা অব্যাহত রাখে। উত্যক্তের শিকার মেয়েটি রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্রী।

ঘটনার দিন বিকেলে উত্যক্তকারির অভিভাবকদের বিষয়টি জানাতে গেলে, মেয়ের বাবা সেলিমকে মারধর শুরু করে। মারধরের একপর্যায়ে জাকিরুলের চাচা মৃত আজিজারের ছেলে সানোয়ার হোসেন ও আনোয়ার হোসেন দলবল নিয়ে শরিফের মাথায় ও হাতে কোপ মারে বলে জানায় আহতদের লোকজন।

এ সময় রাজন প্রতিবাদ করতে গেলে তাকেও ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে শরিফের অবস্থা গুরুতর হলে তাকে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রেফার্ড করা হয় রাজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি মামলা হবে।